দৈনিক সংবাদ

২২৭

তারিখ ... ...NOV. 21.1999

পৃষ্ঠা: ৪ ... কলাম ... ৩ ...

সংবাদ

ঢাকা ঃ রোববার ৭ই অগ্রহায়ণ ১৪০৬
Dhaka : Sunday 21 November 1999

সম্পাদকীয়

শিক্ষাবিরোধী হরতাল

এবার নভেম্বর মাসে সরকারবিরোধী দলগুলোর হরতাল শিক্ষাবিরোধী রূপ নিয়েছে। এ বছর রমজান মাস শুরু হবে ডিসেম্বর মাসের ১০ তারিখ থেকে। প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি স্কুলগুলোর বার্ষিক ও প্রমোশন পরীক্ষা তার আগেই শেষ করার পরিকল্পনা করা হয়। সেই পরিকল্পনামাফিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রণয়ন করা হয়েছিল। অনেক স্কুল আবার নভেম্বর মাসের মধ্যে পরীক্ষা শেষ করে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে পরীক্ষার ফল প্রকাশের কথা বলেছিল। বারবার হরতালের কারণে সবকিছু ওলটপালট হয়ে গেছে।

অলক্ষুণে নভেম্বর মাস শুরু হয়েছিল একদিনের হরতাল দিয়ে। ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে, মাসটা শেষও হবে হরতাল দিয়ে। আপোসহীনরা অটল থাকলে নভেম্বর মাসের ২৮, ২৯ ও ৩০ তারিখ হরতাল দিয়ে মাস কাবার করা হবে। এর ফাঁকে ৭, ৮, ৯ ও ১৬ তারিখ হরতাল করা হয়ে গেছে। সব মিলিয়ে ৮ দিন বিরোধীদলগুলোর ডাকে হরতাল। এর সঙ্গে এ মাসের ৮ দিন সাপ্তাহিক ছুটি যোগ করলে নভেম্বর মাসের ১৪ দিন ফাঁকা থাকে। ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারা বিপদে পড়েছেন বইকি।

সংসদে বিরোধীদলের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এক ফাঁকে আবার সকল স্কুল ও কলেজের পরীক্ষা ২৪শে নভেম্বরের মধ্যে শেষ করতে বলে দিলেন। তিনি তার সংকল্প অনুযায়ী ২৫ তারিখে হরতালও ডেকে বসে আছেন। তার আগে একদিন শবেবরাতের সরকারি ছুটি। নভেম্বরের ৭ ও ৮ তারিখের পূর্বঘোষিত হরতাল এবং ৯ তারিখের 'হঠাৎ' হরতালের জন্য পরীক্ষার সময়সূচির যে পুনর্বিন্যাস করতে হয়, তা সামলানোর পর ২৪ তারিখের আগে পরীক্ষা শেষ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। দলমতনির্বিশেষে শিক্ষা কর্মকর্তা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা চরম 'টেনশনে' আছেন।

ঢাকা মহানগরীর চিত্রটা হলো ঃ এখানে প্রায় ৩৫০টি সেকেন্ডারি স্কুল যাদের প্রাইমারি সেকশন আছে, ৩৫০টি সরকারি প্রাইমারি স্কুল এবং বিপুলসংখ্যক প্রাইভেট প্রাইমারি স্কুল ও কিন্ডারগার্টেনে ১০ লাখের মত ছাত্রছাত্রী তাদের বার্ষিক প্রমোশন পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। বিরোধীদলগুলোর ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে বেগম খালেদা জিয়ার নির্দেশ অনুযায়ী ২৪ তারিখের পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো রাজনৈতিক কর্মসূচি থেকে নিস্তার পাবে না।

অনেক স্কুলে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেও পরীক্ষার দিন ফেলা হয়েছে। আগামী সপ্তাহে ৩ দিন হরতাল হলে রমজানের আগে পরীক্ষা শেষ করা সম্ভব হবে না বলে মনে করা হচ্ছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা নাকি মহাবিপদে পড়েছেন। পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন করাটা মহাসমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাইভেট স্কুলগুলো শুক্রবার-শনিবার পরীক্ষার ব্যবস্থা করেও পরিস্থিতি সামলাতে পারছে না।

ডিসেম্বর মাসে সাধারণত রাজধানীর স্কুলগুলোতে ভর্তি পরীক্ষা হয়ে থাকে। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে অনেক স্কুলই ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচি দিয়েছে। কোন কোন স্কুল রমজান মাসে ভর্তি পরীক্ষার দিন ঠিক করেছে। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেও বিরোধীদলগুলোর রাজনৈতিক কর্মসূচি থাকবে। বিরোধীদলের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, 'প্রয়োজন হলে' রমজান মাসেও হরতালের ডাক দেয়া হতে পারে। এ পরিস্থিতিতে সেকেন্ডারি ও প্রাইমারি স্কুলগুলো কিভাবে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করবে তা ঠিক করতে পারছে না।

হরতালের ডাক দেয়া সকল রাজনৈতিক দলের 'গণতান্ত্রিক অধিকার' হতে পারে; কিন্তু এবার নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের হরতাল হয়ে পড়ছে শিক্ষাবিরোধী হরতাল। শিক্ষার যে ক্ষতিটা হচ্ছে তা অপূরণীয়। দেশের সকল খাতই হিসেব দিচ্ছে একদিনের হরতালে কত ক্ষতি হয়। কিন্তু শিক্ষার ক্ষতিটা 'কোয়ান্টিফাই' করা যায় না, টাকার অঙ্কে মাপাও যায় না। সবাই জানেন, হরতালটা এবার শিক্ষাবিরোধী হয়ে পড়েছে; কিন্তু ঠেকানোর কোন উপায় দেখা যাচ্ছে না। শিশু-কিশোরদের লেখাপড়ায় বিঘ্ন সৃষ্টি করতে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ দ্বিধা করছেন না।